ভারতের রাজপুত জাতির ইতিহাস

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতে রাজপুত শক্তি উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজপুতদের উদ্ভব সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে মনে করা হয় বহিরাগত শক, হুন, গুর্জর প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে রাজপুতদের উদ্ভব ঘটে। এই সময় উত্তর ভারতে বেশ কয়েকটি রাজপুত জাতিগোষ্ঠীর কথা জানা যায়। এর মধ্যে চান্দেল্ল, গাহড়বাল, চৌহান, গুজরাটের চালুক্য প্রভৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

চান্দেল্ল বংশ

বর্তমান বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে চান্দেল্ল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা যশোবর্মন স্বাধীন চান্দেল্ল রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এ ছাড়া ধঙ্গা, কীর্তিবর্মন ও পরমার্দি ছিলেন চান্দেল্ল বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। এই রাজ্যটি প্রতিহার রাজ্যের অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। চান্দেল্ল বংশের রাজা বিদ্যাধর সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হন। এই বংশের চৌহানদের সঙ্গে শত্রুতা ছিল কিন্তু গাহড়বাল বংশের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে ওঠে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশে চান্দেল্ল রাজাদের অবদান ছিল। খাজুরাহোর মন্দির ছিল চান্দেল্ল যুগের অমর কীর্তি।

গাহড়বাল বংশ

প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পর ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা চন্দ্রদেবের নেতৃত্বে কনৌজে গাহড়বাল বংশের শাসন শুরু হয়। গাহড়বাল বংশীয় চন্দ্রদেব রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করার পাশাপাশি পাঞ্চাল, বারাণসী ও

Scanned with CamScanner

এলাহাবাদ দখল করেন। তিনি কলচুরি রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি তুর্কি আক্রমণের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর মদনচন্দ্র গাহড়বাল রাজ্যের রাজা হন। তিনি গজনির শাসক তৃতীয় মাসুদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

গোবিন্দচন্দ্র

গাহড়বাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র (১১১৫-৫৪ খ্রি.)। তিনি সিংহাসনে বসার পর সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি পাল রাজাদের পরাজিত করে মুঙ্গের জয় করেন। তিনি দক্ষিণের চালুক্য শক্তি এবং রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলকেও তিনি কনৌজের অধীনে আনেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এর ফলে কনৌজ তার পূর্বের গৌরব অনেকটা ফিরে পেয়েছিল।

বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্র

গোবিন্দচন্দ্রের পর বিজয়চন্দ্র (১১৫৫-৬৯ খ্রি.) রাজত্ব করেন। তিনি গজনির শাসক খসরু মালিকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। এরপর সিংহাসনে বসেন রাজা জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩ খ্রি.)। জয়চন্দ্রের আমলে গাহড়বাল সাম্রাজ্য পূর্বে সেন সাম্রাজ্যের সীমানা থেকে পশ্চিমে চান্দেল্ল ও চৌহান অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার সঙ্গে বিবাহের বিষয়কে কেন্দ্র করে চৌহান বংশের সঙ্গে জয়চন্দ্রের বিরোধ তীব্র হয়। এই সময়ে মহম্মদ ঘুরি চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করলে জয়চন্দ্র তাঁকে সাহায্য করেননি। ফলে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ঘটে। এরপর মহম্মদ ঘুরি ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে কনৌজ আক্রমণ করলে রাজা জয়সিংহ পরাজিত ও নিহত হন। ফলে গাহড়বাল বংশের শাসনের অবসান হয়।

চৌহান বংশ

রাজপুত জাতিগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লি ও আজমিরের চৌহান বংশ। অজয় রাজের নেতৃত্বে আজমির অঞ্চলে চৌহান বংশের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে চৌহান সিংহাসনে বসেন অর্ণরাজ। তিনি পাঞ্জাব অঞ্চলের তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবিস্তারকে কেন্দ্র করে গুজরাটের চালুক্যদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলতে থাকে।

চতুর্থ বিগ্রহরাজ

অর্ণরাজের পর চৌহান সিংহাসনে বসেন চতুর্থ বিগ্রহরাজ। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য শাসক। তিনি চৌহান রাজ্যের বিস্তার ঘটান। চালুক্য, পারমার ও তোমার শক্তিকে তিনি পরাজিত করেন। বিগ্রহরাজ দিল্লি থেকে রাজপুতানা এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন। ১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ বিগ্রহরাজের মৃত্যুর পর যথাক্রমে দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ এবং সোমেশ্বর সিংহাসনে বসেন।

তৃতীয় পৃথ্বীরাজ

চৌহান বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ (১১৭৮-৯২ খ্রি.)। তিনি উত্তর ভারতের ছোটো ছোটো রাজপুত রাজ্যগুলিকে পরাজিত করেন এবং পূর্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত চৌহান সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরি গুজরাটের চালুক্য রাজ্য আক্রমণের সময়ে পৃথ্বীরাজের মিত্রতা চান। কিন্তু পৃথ্বীরাজ নিরপেক্ষ থাকেন এবং মহম্মদ ঘুরি চালুক্যদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। এরপর ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহম্মদ ঘুরির তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরি পরাজিত

Scanned with CamScanner

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রাজপুত রাজ্যগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এই যুগটিকে 'রাজপুত যুগ' বলা হয়। রাজস্থান সম্পর্কে *চারণকাব্য*-এ বলা হয়েছে যে, প্রায় ৩৬টি রাজপুত সম্প্রদায় ছিল। এই রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতামত লক্ষ করা যায়।

রাজপুত কিংবদন্তির মত

প্রচলিত অর্থে 'রাজপুত্র' শব্দটির অপভ্রংশ হিসেবে 'রাজপুত' শব্দটি এসেছে। রাজপুতদের কিংবদন্তি অনুসারে তারা সূর্য বা চন্দ্র বংশের মানুষ এবং বৈদিক যুগে এই বংশের উৎপত্তি হয়। আবার বাণভট্ট উচ্চবংশজাত ক্ষত্রিয়কে 'রাজপুত' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অগ্নিকূল তত্ত্ব

কবি চাঁদবরদই তাঁর *পৃথ্বীরাজ রসো* গ্রন্থে বলেছেন, আবু পাহাড়ে বশিষ্ঠের যজ্ঞকুণ্ড থেকে চৌহান, পারমার প্রভৃতি রাজপুতদের জন্ম হয়েছিল। এই তত্ত্বকে অগ্নিকূল তত্ত্ব বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই তত্ত্বকে গ্রহণ করেননি।

গৌরীশঙ্কর ওঝার মত

ঐতিহাসিক ড. গৌরীশঙ্কর ওঝা তাঁর *History of Rajputana* গ্রন্থে বলেছেন যে, রাজপুতরা হল খাঁটি আর্য জাতির মানুষ। এক্ষেত্রে ড. ওঝা রাজপুতদের পূজা অর্চনা, যাগযজ্ঞ, তাদের শারীরিক গঠন প্রভৃতির যুক্তি দেখান। কিন্তু যাগযজ্ঞ বা ধর্মীয় রীতিনীতির ভিত্তিতেই রাজপুতদের আর্য হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়টি অনেকেই গ্রহণ করেননি।

কর্নেল টড প্রমুখের মত

রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে কর্নেল টড, উইলিয়াম ক্রুক প্রমুখের মতে, রাজপুতরা ছিল শক, হুন ও গুর্জরদের বংশধর। পঞ্চম শতাব্দী থেকে থেকে হুন আক্রমণের ফলে ভারতীয় সমাজ জীবনে বহু রূপান্তর ঘটে এবং হুন, গুর্জর প্রভৃতি জাতি রূপান্তরিত হয়ে রাজপুত নামে এক নতুন জাতিতে পরিণত হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মতকে গ্রহণ করেছেন।

Scanned with CamScanner

জপুতদের সামাজিক জীবন

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি রাজপুত রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজপুত রাজ্যগুলি প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের গৌরব বজায় রেখেছিল। এই রাজপুত জাতিগুলির সামাজিক জীবন ছিল নিম্নরূপ।

রাজপুত জাতির বীরত্ব

রাজপুতরা সমাজে নিজেদের বীর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রাজপুতরা ছিল বীর যোদ্ধা এবং যুদ্ধকে তারা নিজেদের ধর্ম বলে মনে করত। তারা আদর্শ ও নৈতিকতাকে বিশেষ মূল্য দিত। এ ছাড়া রাজপুতরা বহু অনাথ ও দুঃখী মানুষদের আশ্রয় প্রদান করত।

সমাজের বর্ণভেদপ্রথা

রাজপুত সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সবচেয়ে ওপরে এবং তারা রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদে নিযুক্ত হত। সমাজে শাসকশ্রেণি ছিল ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজপুতদের মধ্যে বর্ণভেদের কঠোরতা থাকলেও অসবর্ণ বিবাহের পরিচয় মেলে। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষেরা আমোদপ্রমোদ এবং বিলাসপ্রিয় জীবনযাপন করত। সমাজে শিকার, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি ছিল অবসরবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম।

নারীদের অবস্থা

রাজপুত সমাজে নারীদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। এই সমাজে নারীরা যেমন শিক্ষাগ্রহণ করতেন তেমনই সংগীত, নৃত্য, যুদ্ধবিদ্যা, চিত্রকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দক্ষতা দেখান। এযুগের নারীদের পর্দাপ্রথা ছিল না এবং বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হত। তবে রাজপুতরা কন্যাসন্তানের জন্মকে আনন্দের বলে মনে করত না। সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। বিধবাবিবাহ এযুগে ছিল না। তা ছাড়া রাজপুতরা নারীদের সম্মান রক্ষাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করত।

ধর্ম

রাজপুত রাজারা বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা করতেন। তাঁরা বিষ্ণু, শিব, কালী প্রমুখ দেবদেবীর পূজার জন্য বহু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। দেখা যায় ভারতে মুসলিম আক্রমণের সময়ে রাজপুতরা নিজেদের হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

Scanned with CamScanner

দের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা রাজপুত রাজ্যগুলি ছিল রাজতন্ত্রশাসিত। রাজারা সামরিক শক্তির সাহায্যে একদিকে যেমন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তেমনই রাজ্যকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী নিযুক্ত করেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক শাসন

রাজপুত রাজ্যগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। রাজারা তাঁদের রাজ্যকে কতকগুলি জায়গিরে বিভক্ত করতেন। জায়গিরদার বা সামন্ত রাজারা রাজাকে একদিকে কর প্রদান করত এবং যুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করত।

Scanned with CamScanner

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

রাজপুত রাজ্যগুলির আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। রাজারা জমির ফসলের অনুপাতে খাজনা ধার্য করতেন। এ ছাড়া জায়গিরদারদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কর ও শুল্ক থেকেও রাজারা অর্থ আদায় করতেন।

সাংস্কৃতিক জীবন

রাজপুত রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বিশেষ অবদান রেখেছেন। এ যুগে বহু বিখ্যাত কবি ও শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল এবং অসংখ্য কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচিত হয়। রাজা ভোজ ছিলেন এই সময়ের একজন পন্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রাজসভায় হলায়ূধ, ধনঞ্জয় প্রমুখ পন্ডিত উপস্থিত থাকতেন। এ যুগের বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোমদেব রচিত *ললিত বিগ্রহরাজ* নাটক, কবি চাঁদবরদই-এর *পৃথ্বীরাজ রসো* কাব্য, পদ্মগুপ্ত রচিত *নবশশাঙ্ককচরিত*, ভবভূতির লেখা *উত্তর-রামচরিত* প্রভৃতি।

তেমনই রাজপুত রাজারা বহু বিখ্যাত দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন যা সেযুগের স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চান্দেল্ল রাজারা বিখ্যাত খাজুরাহোর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তা ছাড়া চিতোরের কালী মন্দির, উদয়পুরের শিব মন্দির এবং চিতোর, রণথম্বোর প্রভৃতি অঞ্চলের দুর্গ ও প্রাসাদগুলি রাজপুত যুগের উন্নত স্থাপত্যের পরিচয় বহন করেছে।

Scanned with CamScanner